চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম- ১০ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.

মাষ্টারদা সূর্যসেন চত্বরে ভাস্কর্য ও ফোয়ারা স্থাপনের বিষয়ে সিটি মেয়রের সাথে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনষ্টিটিউটের পরিচালক ও অধ্যাপকদের মতবিনিময় অনুষ্ঠিত

ইতিহাসের কালজয়ী পুরুষ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পুরোধা চট্টগ্রামের কৃতি সন্তান মাষ্টারদা সূর্যসেনের স্মৃতি রক্ষায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন উদ্যোগ গ্রহন করেছেন। নগরীর লালদিঘীর মোড়কে মাষ্টারদা সূর্যসেন চত্বর নামকরণ করে সেখানে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে তাৎপর্যপূর্ণ সূর্যসেন ভাস্কর্য নির্মাণ ও ফোয়ারা স্থাপনের লক্ষে ১০ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি. সোমবার, দুপুরে মেয়র দপ্তরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনষ্টিটিউটের পরিচালক শায়লা শারমিন, সহকারী অধ্যাপক মো. আতিকুল ইসলাম ও অসীম কুমার রায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনের সাথে মতবিনিময় করেন। মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নিদর্শন হিসেবে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর দৃষ্টিনন্দন করে মাষ্টারদা সূর্যসেন চত্বরকে সাজানোর বিষয়ে চারুকলা ইনষ্টিটিউটের সহযোগীতা কামনা করেন। চারুকলা ইনষ্টিটিউট এ বিষয়ে ড্রইং, ডিজাইন সহ প্রকল্পটির একটি প্রস্তাবনা মেয়র বরাবরে উপস্থাপন করবেন বলে মেয়রকে আশ্বস্থ করেন। মেয়র আশা করেন, কম সময়ের মধ্যে সূর্যসেন চত্বর জনসাধারণের জন্য উপস্থাপন করা সম্ভব হবে। এ সময় মেয়রের একান্ত সচিব মো. মঞ্জুরুল ইসলাম, প্রধান স্থপতি এ কে এম রেজাউল করিম ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবদুর রহিম সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম- ১০ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.

নগরীর রামপুর ওয়ার্ডে ২০ তম বৈশাখী মেলা উদ্বোধন করলেন সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন

বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে বাঙালি জাতি বৈশাখকে বরন করে। ১৪২৪ বঙ্গাব্দ বরন উপলক্ষে চট্টগ্রাম নগরীর ২৫নং রামপুর ওয়ার্ডে সপ্তাহ ব্যাপি বৈশাখী মেলা ১০ এপ্রিল থেকে শুরু হলো। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন গোলপুকুর পাড়ে আয়োজিত বৈশাখী মেলা ১০ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি. সোমবার, সকালে ফিতা কেটে ও বেলুন উড়িয়ে শুভ উদ্বোধন করেন। মেলা উদ্বোধন পূর্বে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত সহ কোন বাধাই তার চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রাখতে পারবে না। নগরবাসীকে দেয়া প্রতিটি ওয়াদা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করাই তার অঙ্গীকার। এ প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন আমলে নানামুখী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র এর মধ্য দিয়ে তার উন্নয়নের ধারাকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছিল। বিফল হয়ে বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৫ সনের ১৫ আগষ্ট নির্মমভাবে হত্যা করে উন্নয়নের চাকাকে বাধাগ্রস্ত করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা না করলে তাকে থামানোর মত কোন ক্ষমতা ষড়যন্ত্রকারীদের ছিল না। এ প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, মানুষের দোয়া ও ভালবাসা থাকলে কোন চক্রান্তই সফল হবে না। মেয়র অতিতের তিক্ত অভিজ্ঞতা বাস্তব কিছু চিত্র উপস্থাপন করে বলেন, যারা নালা-নর্দমা ও ফুট-পাত দখল, প্লট বরাদ্দের নামে ধোকাবাজি, আয়বর্দ্ধক প্রকল্পের নামে সরকারী সম্পদ অপচয়, নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য অবৈধ দখল সহ ভোগ বিলাসের জন্য বহুমুখী অবৈধ পন্থা অবলম্বন করেছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্তরের জ্বালা প্রশমিত করার জন্য

নগরবাসীর সামনে মিথ্যাচার ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত। জনাব আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, অতিতে অনেক দু:সময় ও প্রতিকুলতা মোকাবেলা করে জনগনের রায় নিয়ে ঈমানি দায়িত্ব হিসেবে সততার সাথে সেবা করার মানসিকতায় দায়িত্ব পালন করছি। এ ক্ষেত্রে কোন অপশক্তি সফল হবে না। ৩ অর্থ বছরের মধ্যে নাগরিক সেবা শতভাগ নিশ্চিত করা হবে। উন্নয়ন, আলোকায়ন ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করে চট্টগ্রামকে বিশ্বমানের নগরীতে উন্নিত করা হবে। জনাব আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, পৌরকর নাগরিক সেবার একমাত্র উৎস। সরকারের বিধি-বিধান, আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি অনুসরন করে নাগরিকদের কাছ থেকে পৌরকর আদায় করার দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনের।মেয়র ও তার পরিষদের পক্ষে পৌরকর ধার্য করার বা বৃদ্ধি করা কোন এখতিয়ার নেই। উত্তরাধিকার সূত্রে ১৯৮৫ সন থেকে পৌরকর ধার্যকৃত হারে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বর্তমানে কর পুন:মূল্যায়ন করছে মাত্র। এ বিষয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের মত অন্তর জ্বালা প্রশমিত করার কোন সুযোগ নেই। জনাব আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, পহেলা বৈশাখ বাঙালির জাতীয় জীবনে ঐতিহ্যবাহী একটি দিন। এ দিনকে সামনে রেখে শপথ নিয়ে ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। বৈশাখী মেলার উদযাপন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান কাজলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। এ ছাড়াও এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ২৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এস এম এরশাদুল্লাহ, হালিশহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান। বক্তব্য রাখেন নিয়াজ মোহাম্মদ আজাদ, আবদুল লতিফ, সুমন দেবনাথ, শাহব উদ্দিন চৌধুরী, মেলা কমিটির আহবায়ক মো. নজরুল ইসলাম, সদস্য সচিব আবদুল আহাদ, অন্যদের মধ্যে সাইদুল আলম, জহুর মিয়া, মঞ্জুরুল আলম দুলাল, ছাত্রনেতা মাকসুদুর রহমান মাসুদ, সায়েম, আমানত উল্লাহ, বাবলু, মো. ইসমাঈল, মো. সায়েম, রুবেল, কাদের, বোরহান, মানিক, মো. জাবেদ, আমিনুল ইসলাম রুবেল, মনিরুল্লাহ খান, সাজ্জাদ হোসেন বিজয়, রবিন খান, নুরে আলম ইমন, মুসলেহ উদ্দিন তুহিন, মাসুক সহ অন্যরা।

চট্টগ্রাম- ১০ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত

১০ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি. রবিবার, সকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে সিটি ম্যাজিস্ট্রেট সনজিদা শরমিন এর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়। অভিযানকালে পাঁচলাইশ থানাধীন ষোলশহর চিটাগং শপিং কমপ্লেক্সে সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা পরিচালনা করার দায়ে ইউরেকা ফার্ণিচারকে ৫ হাজার টাকা, ফুড ব্যাংককে ৫ হাজার টাকা, মার্তছাড়া বুটিকসএক ৫ হাজার টাকা, ও বারবার জোনকে ৫ হাজার টাকা সহ সর্বমোট ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশি-ষ্ট বিভাগ সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ও সিএমপি পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা করেন।

চট্টগ্রাম- ১০ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কন্ট্রাক্টর এশোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটির প্রথম নীতি নির্ধারনী সভায় সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কন্ট্রাকটর এশোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটির প্রথম নীতি নির্ধারনী সভায় প্রধান অতিথির ভাষনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, ঠিকাদার’রা চসিক এর উন্নয়নের অংশিদার। তারা সিটি কর্পোরেশনের নিকট পাওনাদার। উন্নয়ন কাজের উপর চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সুনাম ও সুখ্যাতি নির্ভর করে। সেদিক বিবেচনায় ঠিকাদারদের ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মেয়র আশা করেন কাজের

গুনগত মান অক্ষুন্ন রেখে সিটি কর্পোরেশনের সুনামের প্রতি নজর দিয়ে কনট্রাক্টরগণ নিজেদের আয় উন্নতির বিষয়টি বিবেচনায় রাখবেন। প্রসঙ্গক্রমে মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সুনাম সুখ্যাতিকে বাধাগ্রস্থ করার জন্য একটি মহল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জালে সিটি কর্পোরেশনকে আবদ্ধ করার জন্য অপপ্রয়াসে লিপ্ত আছে। তারা চায় আর্থিকভাবে সিটি কর্পোরেশনকে দুর্বল করতে পারলে উন্নয়ণ কাজে স্থবিরতা আসবে, নাগরিকগণ সেবা থেকে বঞ্চিত হবে এবং মেয়রের সুনাম সুখ্যাতির ভাটা পরবে। সে কারনে এ মহলটি পৌরকর যাতে সঠিকভাবে আদায় না হয় সেদিকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। জনাব আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, ইতোপূর্বে এ মহলটি প্রকল্প অনুমোদনে বাধাগ্রস্থ করার প্রয়াস নিয়েছিল। সেখানে ব্যর্থ হয়ে নগরবাসীকে বিভ্রান্ত করার কৌশল নিয়েছে। তারা জানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পৌরকর ধার্য করে না বা বৃদ্ধি করতে পারে না। তারপরও পৌর কর বৃদ্ধি করা হচ্ছে-এ মিথ্যা অযুহাতে নাগরিকদের মাঝে ভয়-ভীতি সৃষ্টির অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়েছে। তিনি আশা করেন সরকারের উজ্জল ভাবমুর্তি অক্ষুন্ন রাখতে এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সুনাম সুখ্যাতি বজায় রাখতে ঠিকাদারগণ আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালাবে। মেয়র বলেন, ঠিকাদারদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার বিষয়ে চসিক আন্তরিক। এডিপি, থোক ও নরমাল ফান্ড থেকে উন্নয়ন কাজ পাওয়ার বিষয়ে ঠিকাদারদের সহযোগিতায় সিটি কর্পোরেশন প্রস্তুত আছে। ঠিকাদাররা কোন ধরনের ক্ষয়ক্ষতির শিকার হোক চসিক তা কামনা করে না। ১০ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি. সোমবার, বিকেলে নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কন্ট্রাক্টর এশোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটির প্রথম নীতি নির্ধারনী সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি এস এম শফিউল আজম। তিনি ঠিকাদারদের বিষয়ে নীতিনির্ধারনী বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং এ সংগঠনটিকে একটি আদর্শ সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মেয়রের সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী লে. কর্ণেল মহিউদ্দিন আহমদ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কন্ট্রাক্টর এশোসিয়েশনের সহ সভাপতি মোহাম্মদ ফিরোজ, সাধারন সম্পাদক এস এম আলমগীর, যুগ্ম সম্পাদক মো. নাছির তালুকদার, আবুল বশর, সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন রায় চৌধুরী, অর্থ সম্পাদক মহিউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক মেজবাহ উদ্দিন মিনার, সমাজ কল্যান সম্পাদক গোলাম রাব্বানী মনি, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক দাউদ আবদুল্লাহ লিটন, আইন বিষয়ক সম্পাদক মো. হাসান মুরাদ, দপ্তর সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো. আবুল কালাম, সদস্য সিরাজদৌল্লাহ সিরু, সুজিত দাশ, মো. লিয়াকত আলী লাকী, সুভাষ মজুমদার সহ অন্যরা।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা